তারিখ: 12 JUN 2015
পৃষ্ঠা: ২০ কলাম: ২

কালের কণ্ঠ

ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিস চালুর ক্ষেত্রে আরেক ধাপ অগ্রগতি

বিএসএমএমইউ

বাস্তবায়ন কমিটির সভা, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে তিন মাসের মধ্যে

রোগী প্রাইভেট প্র্যাকটিসের বিকল্প সেবা পাবে হাসপাতালেই

অফিস সময়সূচি বাড়বে, চিকিৎসকরা পাবেন প্রণোদনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রাইভেট প্র্যাকটিসের বিকল্প হিসেবে ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিস ব্যবস্থা চালুর ক্ষেত্রে আরেক ধাপ এগিয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এ-সংক্রান্ত কমিটির এক সভায় আগামী তিন মাসের মধ্যে বিষয়টি চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশের বাইরে বিশ্বমানের পাঁচটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে কার্যকর থাকা ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিস ব্যবস্থাকে মডেল হিসেবে ধরা হয়েছে। এরই মধ্যে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেছেন কমিটির সদস্যরা।

সূত্র জানায়, প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করা নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে যাতে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয় সে বিষয়টি সভার আলোচনায় গুরুত্ব পায়। একই সঙ্গে কৌশলগত কারণে প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার প্রসঙ্গ এড়িয়ে বরং ইনস্টিটিউশনাল

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিস চালুর

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

প্র্যাকটিস কার্যকর করার বিষয়টিকেই বেশি আলোচনায় রাখা হচ্ছে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিস বাস্তবায়ন
কমিটির আহ্বায়ক ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. জুলফিকুর
রহমান খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা ভারতসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে
ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিসের মডেল হিসেবে সামনে নিয়ে কাজ করছি। আজকের
(গতকাল) সভায় ওই মডেল নিয়ে বিশদ আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। আরো
বৈঠক হবে। এটি চূড়ান্ত করতে আমরা তিন মাস সময় নিয়েছি। এ সভার মাধ্যমে
আমাদের এই উদ্যোগের আরেক ধাপ অগ্রগতি হলো।'
জুলফিকুর রহমান খান বলেন, 'আমরা চাই রোগীদের উন্নত সেবার পরিধি বৃদ্ধি পাক।
পাশাপাশি চিকিৎসকদের অপরিহার্য সুযোগ-সুবিধাও বাড়াতে হবে। চিকিৎসকরা
প্রতিষ্ঠান থেকেই পর্যাপ্ত আর্থিক প্রণোদনা পেলে তাঁরা বাইরে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে
চাইবেন না। রোগীরাও এই হাসপাতাল থেকেই পাবেন প্রাইভেট প্র্যাকটিসের বিকল্প
সেবা। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই আমাদের প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসকদের দায়িত্ব পালনের
সময় বাড়িয়ে দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে। বিশেষ করে তাঁদের অফিস সময় বেলা
আড়াইটার পরিবর্তে সন্ধ্যা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হতে পারে।' গতকালের সভায় কমিটির
অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।
সভার সদস্য ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব অধ্যাপক ডা.
ইকবাল আর্সনাল বলেন, 'অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত ভিসি থাকাকালীনই বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবার মান বাড়াতে ও প্রাইভেট প্র্যাকটিসের
প্রবণতা কমাতে ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিস পদ্ধতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ওই
সময়ই আমাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির সদস্যরা কাজ করে
যাচ্ছেন। আশা করি সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এবং চিকিৎসকদের স্বার্থরক্ষা
করেই এ ব্যাপারে ইতিবাচক ব্যবস্থা চালু করা যাবে।
রিহ্যাবিলিটেশন মেডিসিন ওয়ার্ড চালু : এদিকে গতকাল বিএসএমএমইউর পুরনো
বহির্বিভাগে ১৮ শয্যাবিশিষ্ট রিহ্যাবিলিটেশন মেডিসিন ওয়ার্ড চালু হয়েছে। ভিসি
অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান এর উদ্বোধন করেছেন। এতে সভাপতিত্ব করেন
বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো. মঈনুজ্জামান। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের
কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. জুলফিকার রহমান খান, সার্জারি অনুষদের ডিন
অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মো. আলী
আজগর মোড়ল, প্রিভেনটিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা.
মো. শারফুদ্দিন আহমেদ, রেজিস্ট্রার ডা. মো. আসাদুল ইসলাম, নিউরো সার্জারি
বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এম আফজাল হোসেন, নিউরো মেডিসিন বিভাগের
চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো. রেজাউল করিম খান, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের
চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এ এস এম এ রায়হান, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার
জেনারেল (অব.) মো. আব্দুল মজিদ ভূঁইয়া প্রমুখ।